JUN. 1 1 2002

ঢাবি ও বুয়েটের হলগুলোতে ক্যাডাররা গড়ে তুলেছে সাব মেশিনগান এ কে ৪৭ রাইফেলের মতো অস্ত্রের মজুদ ভাণ্ডার

বেচাকেনাও চলে অবাধে

শংকর কুমার দে ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের হলগুলোতে সন্ধ্যা নামলেই বসে সশস্ত্র ক্যাডারদের মিলনমেলা। সাবমেশিনগান, একে-৪৭ রাইফেলের মতো অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের মজুদভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে এই হলগুলোতে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের দলীয় ক্যাডাররা দেশের শিক্ষাঙ্গনের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের হলগুলোও দখলে নিয়ে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, আধিপত্য বিস্তারের দুর্গে পরিণত করেছে। এমনকি মাদক আর মেয়ে নিয়ে আনন্দফুর্তি চলে রাতের আঁধার নামলেই। আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান চক্র এই

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ঢাবি ও বুয়েটের হলগুলোতে

(প্রথম পাতার পর)

হলগুলোকে আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচার নিরাপদ-নিরুপদ্রব দুর্গ হিসাবে বেছে নিয়েছে। বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সনি খুনের পর গ্রেফতারকৃতদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে।

পুলিশের কাছে জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা জানিয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের হলগুলোতে গড়ে তোলা অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের ভাণ্ডারে প্রধানত চট্টগ্রাম ও যশোর থেকে এসে থাকে আগ্নেয়াস্ত্রের চালান। ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডার হওয়ার কারণে তাদের ছত্রছায়া দিচ্ছেন মন্ত্রী, এমপি ও জোটের নেতারা। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে পুলিশ একটি সাবমেশিনগান উদ্ধার করেছে। এই সাবমেশিনগানটি চট্টগ্রামের আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালানীদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে বলে পুলিশ তথ্য পেয়েছে। বুয়েটে বন্দুকযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয়েছে একে-৪৭ রাইফেল। এ ছাড়াও অত্যাধুনিক পিস্তল, রিভলবার, রাইফেল, স্টেনগান ব্যবহৃত হয়েছে বন্দুকযুদ্ধে।

বন্দুকযুদ্ধের পর পুলিশ যাদের গ্রেফতার করেছে তাদের অধিকাংশই নিরীহ, নিরপরাধ। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের পক্ষে ইতোমধ্যেই তদ্বির শুরু হয়েছে। তদ্বির শুরু করেছেন মন্ত্রী, এমপি, মন্ত্রীর পিএস, এপিএসগণ। পুলিশ তদ্বিরের দাপটে অস্থির হয়ে পড়েছে।

পুলিশ সূত্র বলেছে, ছাত্রদলের ক্যাডারদের ব্যবহার করছে জোটের সমর্থক শিক্ষকদের একাংশও। শিক্ষকদের একাংশও জোটের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ছাত্রদলের ক্যাডারদের ব্যবহার করছে। এ কারণে হলগুলোর বর্তমান অবস্থার জন্য অনেকাংশে তারাও দায়ী। তার প্রমাণ হচ্ছে হলগুলোর আবাসিক ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল আইডি কার্ডের। আইডি কার্ড ছাড়া ছাত্রদের হলে থাকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকা সত্ত্বেও বহিরাগতরা কিভাবে অবস্থান করছে? অথচ বর্তমানে আবাসিক ছাত্রের চেয়ে হলে বহিরাগত ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। হলগুলোতে বহিরাগতদের দাপটে সাধারণ ছাত্রদের থাকাই দুরূহ হয়ে পড়ার কথা কর্তৃপক্ষ জানা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না অদৃশ্য কারণে। পুলিশ গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে জানতে পেরেছে, ছাত্রদলের ক্যাডার বহিরাগত সন্ত্রাসীদের নিয়ে হলগুলোকে প্রকাশ্যে দুর্গে পরিণত করে চলেছে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের ছাত্রদলের ক্যাডাররা প্রকাশ্যেই হলগুলো দখল নেয়ার পর থেকে সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, মাদক, মেয়ে নিয়ে ফুর্তির জমজমাট আসর বসানো হয়েছে। এমনকি হলগুলো থেকে আসা ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকায় ছিনতাই, ডাকাতি করে চলেছে বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ আছে।

পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, বুয়েটে ছাত্রদলের ক্যাডারদের বন্দুকযুদ্ধের আগের দিন ও রাতে কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে টেন্ডারবাজির বিরোধকে কেন্দ্র করে। তখনই সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকদের অনেকেই ধারণা করেছে, বন্দুকযুদ্ধের মতো ভয়াবহ রক্তপাতের কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডার হওয়ার কারণেই কর্তৃপক্ষ আগাম কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বন্দুকযুদ্ধের নায়করা গ্রেফতার না হলেও বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে ছাত্রদলের সশস্ত্র ক্যাডারদের পালানোর সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। এখন সবারই প্রশ্নশেষ পর্যন্ত মেধাবী ছাত্রী সনির খুনের বিচার হবে কি?